03 MAR 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

মানসম্পন্ন শিক্ষার স্লোগান নিয়া রাজধানীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল দিনব্যাপী সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা তুলিয়া ধরিবার পাশাপাশি ঢাকার বাহিরের অধ্যক্ষগণ সবচাইতে বেশি করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন শিক্ষক সংকটের কথা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে গণিত, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষকই নাই। কলেজে প্রভাষকেরই ১৬টি পদ শূন্য। লালমনিরহাটের মজিদা খাতুন-সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলিলেন, তাহার কলেজে ২৯টি প্রভাষকের পদের মধ্যে মাত্র ৯ জন কর্মরত আছেন। কেবল এই দুইটি কলেজেই শিক্ষক সংকট চলিতেছে না, এই চিত্র বস্তুত সমগ্র দেশেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) গত বৎসরের হিসাব মতে, সমগ্র দেশে সরকারি কলেজগুলিতে একজনও শিক্ষক নাই, এমন বিভাগের সংখ্যা শতাধিক। এই যখন সমগ্র দেশের চিত্র, ইহার উল্টা চিত্র পাওয়া যাইবে রাজধানী ঢাকায়। প্রতিটি কলেজ অতিরিক্ত শিক্ষকে ঠাসা। পদ না থাকিলেও তদবির করিয়া শিক্ষকদের অনেকেই ওএসডি অথবা সংযুক্তি আদেশ নিয়া ঢাকায় থাকিতেছেন। এইভাবে সরকারি কলেজগুলির ১৪ হাজার শিক্ষকের মধ্যে দেড় হাজার শিক্ষকই বসিয়া বসিয়া বেতন নিতেছেন। প্রভাবশালী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও পদস্থ আমলাদের চাপের কাছে নতি স্বীকারের কারণেই এই ভারসাম্যহীনতা তৈরি হইতেছে। সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত করা কার্যপত্রে দেখা যায়, দেশের অভ্যন্তরে ১০টি কলেজে সবচাইতে বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এইগুলির মধ্যে রাজবাড়ীর পাংশা কলেজে ৪৯টি, পাবনায় সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ৪১টি, ভোলা সরকারি কলেজে ৩৬টি, বরিশাল বিএম কলেজে ৩৫টি এবং দিনাজপুর সরকারি কলেজে ৩৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য। বিপরীতে ঢাকার কলেজগুলিতে পদের বাহিরেও সংযুক্তির নামে অতিরিক্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। যেমন ইডেন মহিলা কলেজে পদের বাহিরে ৫৫ জন শিক্ষক সংযুক্ত (অন্য জায়গায় পদায়ন হইলেও এই কলেজে কাজ) হিসেবে আছেন। ঢাকা কলেজে ৪৩, সরকারি বাঙলা কলেজে ৩৫, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ২৮ জন সংযুক্ত।

বস্তুত, ঢাকার বাহিরে প্রতিটি সরকারি কলেজেই কমবেশি শিক্ষক-শূন্যতা আছে। আর তাহা আরও বাড়িয়া যাইতেছে শিক্ষকদের ঢাকামুখী প্রবাহের কারণে। মফস্বল হইতে রাজধানীতে আসিতে তদবিরকারী সরকারি কলেজ শিক্ষকদের কঠোর সমালোচনা করিয়া শিক্ষামন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে বলিয়াছেন, ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনই ঢাকায় থাকিতে চাহিলে অন্য কলেজ চলিবে কীভাবে? অথচ, কে না জানেন যে, মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির শীর্ষ কর্তারাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তাহাদের অফিস আদেশেই শিক্ষকরা সংযুক্তি নিয়া মফস্বল কলেজগুলি শূন্য করিয়া ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে চলিয়া যাইতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কলেজের কোনো কোনো বিষয়ে একজন মাত্র শিক্ষক থাকিলেও তাহাকে ঢাকায় নিয়া যাওয়া হইতেছে। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য ইহা মারাত্মক বাধা। এই সকল শিক্ষককে ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন কলেজে পাঠানো হইলে শিক্ষক সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান হইত, শিক্ষার মানও বাড়িত। এই অবস্থা চলিতে দিয়া কলেজ পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা আশা করা যায় না।